হজ ২০২৪

ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন

(১ম পর্ব)

অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশী কোটায় হজ পালন

একটি দেশ থেকে কতজন মুসলিম নাগরিক হজে যেতে পারবেন তার একটি কোটা নির্ধারন করে দিয়েছে সৌদি সরকার। যা হল মুসলিম জনসংখ্যার প্রতি হাজারে একজন। চলতি বছরে বাংলাদেশের হজযাত্রীর কোটা ছিল ১,২৭,১৯৮ জন। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার জন্য বরাদ্দকৃত কোটা হচ্ছে মাত্র ২,০৯০ জন। হজ প্যাকেজের উচ্চ মূল্যের কারণে এবারে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দকৃত কোটার ৪৪,০৪৩ টি স্থান খালি ছিল। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার জন্য নির্ধারিত ২০৯০ জনের কোটা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। এজন্য অর্থ এবং ইচ্ছে থাকলেও অনেকেই অস্ট্রেলিয়া থেকে হজে যেতে পারেননি।

অস্ট্রেলিয়া থেকে সাধারণত বিভিন্ন হজ এজেন্সির মাধ্যমেই সবাই হজ করতে যেতেন। কিন্তু ২০২৩ সালে অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ সহ পশ্চিমা দেশগুলোর মুসলিমদের জন্য সৌদি সরকার অন-লাইন প্ল্যাটফর্ম "নুসুক" চালু করে। হজে যেতে ইচ্ছুক এসব দেশের মুসলিম নাগরিকদের এই নুসুক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিবন্ধন করে হজ প্যাকেজ কিনতে হয় এবং ফ্লাইট বুকিং দিতে হয়। প্রথমবার চালু করা এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা থাকায়, ২০২৩ সালে হজের প্যাকেজ বুকিং দিতে গিয়ে সবাইকে চরম অনিশ্চয়তা ও মানসিক চাপে ভুগতে হয়েছে। কোভিড পরবর্তী অত্যধিক চাহিদার কারণে নুসুক প্ল্যাটফর্মে হজ প্যাকেজ বুকিং করা রীতিমত চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল। নুসুক প্ল্যাটফর্মে কখন প্যাকেজ আসবে সেই অপেক্ষায় অনেককে ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত কম্পিউটার খুলে অনলাইনে বসে থাকতে হয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ নুসুক হজ প্যাকেজের আকাশচুম্বী মূল্য অনেকের সাধ্যের বাইরে ছিল। তবে এ বছর (২০২৪) নুসুক প্ল্যাটফর্মের বেশ উন্নতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত বছর আমার পরিচিত অনেকে বাংলাদেশী হজ কোটায় বাংলাদেশ হয়ে হজ পালন করে এসেছেন। তাই নুসুক প্ল্যাটফর্মের অনিশ্চয়তায় না গিয়ে আমি বাংলাদেশী হজ কোটায় কিভাবে যাওয়া সে নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করি। তবে বাংলাদেশে না গিয়ে সরাসরি সিডনী থেকে হজে যাওয়া যায় কিনা তা অনুসন্ধান করার জন্য বেশ কয়েকটি বাংলাদেশী হজ এজেন্সির সাথে কথাও বলি। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা না থাকায় এজেন্সিগুলোর কাছ থেকে তেমন কোনো সাড়া পাইনি। এরই মধ্যে জানতে পারি গত বছর চৌধুরী হজ কাফেলা নামের একটি এজেন্সির মাধ্যমে সিডনী ও অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য শহর থেকে অনেকে বাংলাদেশী হজ কোটায় অস্ট্রেলিয়া থেকে সরাসরি সৌদি আরবে গিয়ে হজ পালন করে এসছেন। তাঁদের পথ ধরে আমিও এ বছর ওই এজেন্সির মাধ্যমেই হজ সম্পন্ন করি।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ হজ কোটায় হজ ভিসা দেয়া হয় বাংলাদেশী পাসপোর্টে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া থেকে বর্হিগমনের সময় অস্ট্রেলিয়ান পাসপোর্ট দেখিয়েই আমাদের বের হতে হয়। তাই হজ যাত্রার সময় দুটি দেশের পাসপোর্ট ব্যবহার নিয়ে অনেকেরই সন্দেহ ছিল। কারো মতে এটা কখনো সম্ভব নয়। তবে এবছর হজ পালন করে দেখলাম এটা নতুন কিছু নয়। দ্বৈত নাগরিকত্বধারী অনেকেই ভ্রমনের সময় দুটি দেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করে থাকেন। বিমান বন্দরে চেক-ইন কাউন্টারের অধিকাংশ কর্মীদের এ বিষয়টি জানা থাকার কথা। তবে বোর্ডিং পাস ইস্যু করার সময় কাউন্টারের অফিসারকে ইতস্ততঃ করতে দেখলে অন্য কাউন্টারের কোনো অফিসার কিংবা সুপারভাইসরের পরামর্শ নেয়া উচিত।

হজ করতে গেলে হাজীদের জিদ্দা বিমান বন্দরে ইমিগ্রেশান করতে হয়। সিডনী কিংবা অস্ট্রেলিয়ার অন্য কোনো শহর থেকে জিদ্দা পর্যন্ত সরাসরি (Non-stop) কোনো ফ্লাইট নেই। তাই যাবার পথে অপনি কোন এয়ারলাইন্সের টিকিট কাটছেন তার উপর ভিত্তি করে একটি ট্রানসিট স্টপওভার নিতে হয়। যেমন ইত্তিহাদে টিকিট কাটলে আবুধাবী, আর কাতার এয়ারওয়েজে গেলে কাতারে ট্রানসিট নিতে হয়। অন্যদিকে হজ যাত্রার জন্য দুটো ভিন্ন এয়ারলাইন্সও ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন আমি মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সে করে কুয়ালালামপুর এবং কুয়ালালামপুর থেকে জিদ্দা সৌদিয়া এয়ারলাইন্সে করে যাই। মূল কথা হল, একটি দেশের ইমিগ্রশানে Entry ও Exit করার সময় একই পাসপোর্ট ব্যবহার করতে হবে। Entry করার সময় এক পাসপোর্ট আর Exit কবার সময় অন্য পাসপোর্ট ব্যবহার করলে স্বভাবতই ওই যাত্রীকে ইমিগ্রেশান অবৈধ বলে বিবেচিত করবে। অন্যদিকে এয়ারলাইন্স চেকইন কাউন্টার ইমিগ্রেশান থেকে ভিন্নভাবে কাজ করে। তারা বোর্ডিং পাস ইস্যু করার আগে দেখবে আপনার কাছে গন্তব্য দেশের ভিসা আছে কিনা।

অস্ট্রেলিয়ার যে শহর থেকে আপনি যাচ্ছেন সেখানকার বিমান বন্দরের চেক-ইন কাউন্টার থেকে বোর্ডিং পাস নেবার সময় দুটো পাসপোর্ট (অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশী) এবং টিকিট দেখিয়ে বলতে হবে বাংলাদেশী পাসপোর্টে আপনার হজ ভিসা রয়েছে। তখন তারা অস্ট্রেলিয়া থেকে ট্রানসিট দেশ এবং ট্রানসিট দেশ থেকে জিদ্দা যাওয়ার জন্য দুটো বোর্ডিং পাস ইস্যু করবে। অস্টেলিয়ার ইমিগ্রেশানে অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট ব্যবহার করতে হবে আর জিদ্দা ইমিগ্রেশানে ব্যবহার করতে হবে বাংলাদেশী পাসপোর্ট। নীচের লাইন ডায়াগ্রামের মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়াটি তুলে ধরা হল।

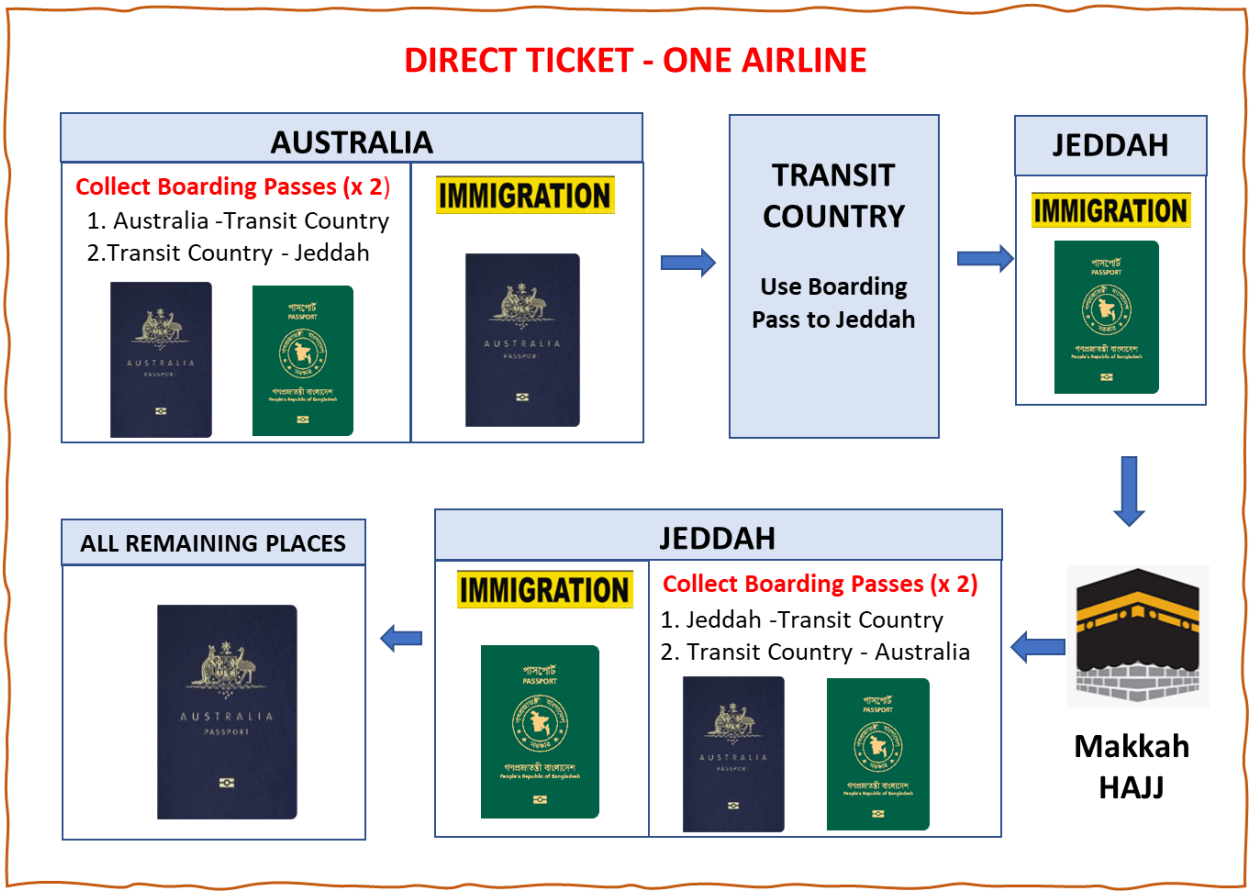

বাংলাদেশী হজ কোটায় হজে যাবার আগে করণীয় কাজগুলো নীচে বর্নিত হল:

১. পাসপোর্ট - বাংলাদেশী পাসপোর্ট থাকতে হবে।

২. প্রাক- নিবন্ধন (Pre-registration) - ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে আপনার এজেন্সির মাধ্যমে ফি জমা দিয়ে প্রাক-নিবন্ধন করতে হবে।

৩. হজ প্যাকেজ - অধিকাংশ এজেন্সির ভিআইপি, এ, বি, সি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের প্যাকেজ থাকে। আর্থিক সামর্থ এবং প্যাকজে বর্নিত সুযোগ সুবিধা দেখে হজ প্যাকেজ নির্বাচন করতে হবে।

৪. বায়োমেট্রিক্স - মোবাইল ফোনে Saudi Visa Bio অ্যাপস ডাউনলোড করে বায়োমেট্রিকস সম্পন্ন করতে হবে।

৫. হজ ভিসা - ভিসার জন্য মূল বাংলাদেশী পাসপোর্ট দেশে পাঠানোর দরকার নেই। এজেন্সির কাছে পাসপোর্টের প্রথম পাতার স্ক্যান কপি পাঠালেই চলবে।

৬. মেডিকেল সার্টিফিকেট - ইনফ্লুয়েঞ্জা ও মেনিনজাইটিস (Meningococcal A,C,Y,W-135) ভ্যাকসিন প্রদান। ভ্যাকসিনের সার্টিফিকেট বাংলাদেশের মন্ত্রণালয় থেকে নিতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার ক্লিনিক থেকে নিলে হবেনা। আমাদের এজেন্সি মন্ত্রণালয় থেকে মেডিকেল সার্টিফিকেট বের করে আনে। তবে নিজেদের সুরক্ষার জন্য হজে যাবার আগে আমরা অস্ট্রেলিয়াতে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও মেনিনজাইটিস ভ্যাকসিন নিয়ে নেই।

৭. আইডি কার্ড - সৌদি আরবে হোটেলে যাবার পর সৌদি মোয়াল্লেম প্রতিটি হাজীকে সৌদি হজ ও ওমরা মন্ত্রনালয়ের একটি নুসুক কার্ড দেবে। নুসুক কার্ডটি সার্বক্ষণিকভাবে সাথে রাখতে হয়। রাস্তায় বেরুলে পুলিশ চেক পয়েন্টে নুসুক কার্ড সাথে না থাকলে বিপাকে পড়তে হবে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও একটি আইডি কার্ড দেয় হয় যা খুব একটা কাজে লাগেনি।

WHO/ISR,1951

IHC-1

INTERNATIONAL HEALTH CERTIFICATES
OF

This is to certify that ABDULLAH AL MAMOON, Age: 65, Sex: Male, Passport No: A08413262, Pilgrim Tracking Number: N2F746DDE07 has on the date indicated been vaccinated or revaccinated:

OTHER VACCINATIONS

Date	Nature of vaccine	Dose
08-May-2024	Influenza Vaccine	1
08-May-2024	Meningococcal (A, C, Y, W-135)	1

Personal Medical Information:

Blood Group:	O+	Blood Pressure:	120/80 mg Hg
Heart Disease:	No	Lung Disease:	No
Kidney Disease:	No	Liver Disease:	No
Mental Disease:	No	Diabetes:	No
Any Other Abnormality:	No	Weight:	70 Kg
Drug History:	Other	Serum Creatinine:	1.00 mg/dl
Remarks:	N/A		

Dr. Sk Moazzem Hossain
Associate Professor (Medicine)
Khulna Medical College Hospital

Doctor's Name & Signature

ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট

জিদ্দা বিমান বন্দরের পুরো ব্যবস্থাপনা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে যা সতিই প্রশংসনীয়। আনুমানিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইমগ্রেশান হয়ে যায়। লাগেজও এসেছে তড়িৎ গতিতে। বাংলাদেশীদের সাথে বিমান বন্দরে দুর্ব্যবহারের কথা বহু শুনেছি। তাই একটু শঙ্কিত ছিলাম। কিন্তু বাস্তবে তার কিছুই দেখিনি। ইমিগ্রেশান থেকে বের হবার পর আমাদের গ্রুপের কেবল একজনের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখেই ছেড়ে দিল। বিমান বন্দরে নেমেই দেখলাম ইংরেজীতে পারদর্শী একঝাঁক তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের দল যারা হাজীদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিচ্ছিল। মক্কায় যে হোটেলে আমরা থাকবো তার নাম বলতেই সৌদি মোয়াল্লেম আমাদের জন্য নির্ধারিত একটি বাসে তুলে দিল। বাসে উঠেই দেখি রিফ্রেসমেন্ট - জুস, কেক ও বিস্কিটের প্যাকেট।

অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশী কোটায় হজে যাবার সময় ভিসা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজগুলো সুসম্পন্ন করতে হলে একজন স্মার্ট হজ এজেন্সির প্রয়োজন। তাই সবার আগে সঠিক এজেন্সি নির্বাচন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চলবে ..(২য় পর্ব দেখুন)